LECTURE NOTE FOR SEM - 6 SANSKRIT HONS STUDENTS

DEPARTMENT OF SANSKRI

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-3-6-2020

PAPER-CC-14

TOPIC- SAMPRADAN KARAKA

সম্প্রদান সংজ্ঞায় কর্ম কথার অর্থ কি ? সম্প্রদানসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।

*****‘সম্প্রদীয়তে অস্মৈ ইতি’ সম্+প্র-দা+ল্যুট্=সম্প্রদান। সুতরাং সম্প্রদান সংজ্ঞাবিধায়ক ‘‘কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্’’ সূত্রে ‘কর্ম’ কথাটির অর্থ দান ক্রিয়ার কর্ম অর্থাৎ দেয় দ্রব্য।

*****সম্প্রদান সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রগুলি নিম্নে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হল---

১। কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্--

কর্মণা=কর্মন্+৩য়া ১বচন। কর্মের দ্বারা। এখানে কর্ম কথার অর্থ হল-দেয় বস্তু। যমভিপ্রৈতি=যম্-অভি-প্র-এতি। যম্=যাকে, ‘অভি’ উপসর্গের অর্থ হল-লক্ষ্য করা। ‘প্র’ এই উপসর্গের অর্থ হল-প্রকৃষ্টভাবে। এতি=গচ্ছতি। অর্থাৎ যাকে লক্ষ্য করে (কর্তা) প্রকৃষ্টভাবে গমন করে। স=সে। সম্প্রদানম্=সম্প্রদান। ‘সম্প্রদান’ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবৃত্তি= আলোচ্য সূত্রে ‘‘কারকে’’ এই সূত্রটি অধিকৃত হবে। বিভক্তির বিপরিণমন করে কারকম্ রূপে অনুবৃত্তি করতে হবে।

দীক্ষিত বচন=দানস্য কর্মণা যমভিপৈতি স সম্প্রদানসংজ্ঞঃ স্যাৎ। অর্থাৎ দান ক্রিয়ার কর্মের দ্বারা অর্থাৎ দেয় বস্তু নিয়ে যাকে লক্ষ্য করে কর্তা প্রকৃষ্টভাবে গমন করে সে সম্প্রদান।

ব্যাখ্যা- উপরিউক্ত সম্প্রদানসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রটির মধ্যে পৃথকভাবে দা ধাতুর উল্লেখ নেই তথাপি দীক্ষিত ‘দানস্য কর্মণা’ বললেন কেন ? এর উত্তরে বলা যায়-‘সম্প্রদান’ এই সংজ্ঞাতে ‘দা’ ধাতুর প্রয়োগ থাকায় তিনি ‘দানের অর্থাৎ দান ক্রিয়ার কর্মের’ এরূপ অর্থ করেছেন। দান ক্রিয়ার মধ্যে তিনজন থাকে। যথা-দাতা, দেয় বস্তু ও গ্রহীতা। এখানে দেয় বস্তুর প্রধান লক্ষ্য হল ‘গ্রহীতা’। দেয় বস্তুর প্রধান লক্ষ্য ‘গ্রহীতা’ হবে সম্প্রদান। যেমন-**রাজা ভীক্ষুকায় বস্ত্রং দদাতি।** এখানে ‘রাজা’ দাতা, ‘বস্ত্রং’ দেয় বস্তু ও কর্ম ‘ভিক্ষুকায়’ গ্রহীতা, ‘দদাতি’ দান ক্রিয়া। গ্রহীতা ‘ভিক্ষুকায়’তে সম্প্রদান সংজ্ঞা হবে। ‘প্রৈতি’ পদে প্রকৃষ্ট গমনের মধ্য দিয়ে প্রকৃষ্ট দান ই সূচিত হয়। সম্প্রদান শব্দটির অর্থ

ও সম্যক্ প্রদান অর্থাৎ প্রকৃষ্ট দান। প্রকৃষ্ট দান বলতে যে দানে স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক পরস্বত্বের উৎপত্তি হয় সেরূপ দানই দ্যোতিত হয়। দাতা স্বেচ্ছায় দান করলে এবং গ্রহীতা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে সেইপ্রকার দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে পারে। অর্থাৎ বলপূর্বক দান বা গ্রহণ সম্প্রদান নয়। দাতা যদি স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক স্বেচ্ছায় কোনো বস্তু দান করে এবং গ্রহীতা যদি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করে তবেই সেখানে সম্প্রদান হবে।

এই বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক--যেমন-বিপ্রায় বস্ত্রং দদাতি নৃপঃ। এখানে 'বিপ্রায়' পদে সম্প্রদান কারক হয়েছে। কিন্তু নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে উক্তপ্রকার দান হয় না বলে সম্প্রদান হয় না। যথা--

১। রজকস্য বস্ত্রং দদাতি-রজককে বস্ত্র দান করছে।

২। ঘ্নতঃ পৃষ্ঠং দদাতি-ঘাতককে পৃষ্ঠপ্রদান করছে।

৩। অপরাধিনঃ দন্ডং দদাতি-অপরাধীকে দন্ড দান করছে। কারণ--রজককে স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক বস্ত্র দান করা হয় না, ঘাতককে কেউ আঘাত করবার জন্য স্বেচ্ছায় পৃষ্ঠ প্রদান করে না। এবং অপরাধী কখন ও স্বেচ্ছায় দন্ড গ্রহণ করে না । অত এব, 'রজক', 'ঘ্নত' এবং 'অপরাধী' সম্প্রদান নয়। তাই এই তিনটি শব্দে ৪র্থী না হয়ে শেষে ৬ষ্ঠী হয়েছে।

সূত্রে 'দানস্য' অথ্রাৎ 'দা' ধাতুর -এই কথাটি ধরে নিতে হয় বলে 'দা' ধাতু ভিন্ন অন্য ধাতুর প্রয়োগে যাকে কিছু দেওয়া হয়, সে সম্প্রদান কারক হয় না। যেমন-**'পয়ো নয়তি দেবদত্তস্য'** বাক্যে নী-ধাতুর প্রয়োগে দেবদত্ত সম্প্রদান হয়নি।

২। ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্(বার্তিক)---আমরা জানি ক্রিয়া দ্বিবিধ । সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া। সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ হল-যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে। যেমন-**রাজা ব্রাহ্মণায় বস্ত্রং দদাতি।** এই বাক্যে **দদাতি** ক্রিয়ার কর্ম হল-**'বস্ত্রম্'**। তাই এক্ষেত্রে **'দদাতি'** এই ক্রিয়াটি হল **সকর্মক ক্রিয়া**। আর অকর্মক ক্রিয়া হল যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না। যেমন-**পত্যে শেতে**। এই বাক্যে **শী** ধাতু **অকর্মক** । কেননা এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই। অকর্মক ক্রিয়ার

ক্ষেত্রেও সম্প্রদানত্ব যাতে সিদ্ধ হয়, তার জন্য এই বার্তিকটির অবতারণা।

অনুবাদ-- ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য যাকে লক্ষ্য করে কর্তা প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর হয় অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনের মুখ্য লক্ষ্য যে সেও সম্প্রদান সংজ্ঞা লাভ করে।
আলোচনা- সম্প্রদানের পাণিনীয় ;লক্ষ্যণে 'দান' ক্রিয়া অথবা ক্রিয়ামাত্রের কর্মে মুখ্য লক্ষ্য যে, তাকেই 'সম্প্রদান' কারক বলা হয়েছে। অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সম্প্রদানত্ব যাতে সিদ্ধ হয় তার জন্য এই বার্তিক। যথা- **পত্যে শেতে। যুদ্ধায় সংনহ্যতে।** এই দুই বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'শী' ও 'নহ্' ধাতু অকর্মক। তথাপি 'পত্যে' ও 'যুদ্ধায়' এই দুই পদে সম্প্রদানকারকে ৪র্থী বিভক্তি হয়েছে। এইজন্য বার্তিককার বলেছেন-অকর্মক ক্রিয়াসম্পাদনেরও মুখ্য লক্ষ্য যে সে সম্প্রদান। অতএব উক্ত উদাহরণদ্বয়ে যে চতুর্থী তাও সম্প্রদানে ৪র্থী।
সমালোচনা--এই বার্তিক সূত্রটিকে নিয়ে কেউ কেউ সমালোচনা করেছে। ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই বার্তিকের প্রয়োজন অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে **''কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্''** এই সূত্রে 'কর্মণা' পদের দ্বারাই কর্ম ও ক্রিয়া দুটোরই গ্রহণ হবে। তিনি বলেছেন-**'ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম'।** অর্থাৎ ক্রিয়াও কৃত্রিম কর্ম। **কাং ক্রিয়াং করিষ্যতি, কিং কর্ম করিষ্যতি**--দুইই একই অর্থে প্রযুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেন- সম্প্রদানের লক্ষ্যণে সকর্মক ক্রিয়াই বোঝায় । বার্তিক সূত্রের তাৎপর্য্য **পরবর্তী ''ক্রিয়াথোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ''** এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ হয় । অর্থাৎ **পত্যে** শেতে এই উদাহরণ তুমর্থে ৪র্থী , সম্প্রদানে চতুর্থী নয়। **পতিং প্রীণয়িতুং শেতে, যুদ্ধং চালয়িতুং সংনহ্যতে'** এইভাবে উদাহরণ দুটির ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন যে, পতি ও যুদ্ধ যেহেতু যথাক্রমে লুপ্ত তুমুন্নন্ত 'প্রীণয়িতুং' ও 'চালয়িতুং' এই ক্রিয়াদ্বয়ের কর্ম অতএব, 'পত্যে' ও 'যুদ্ধায়' কর্মণি ৪র্থী।

পরে আরও সংযোজিত হবে